২০৩১ সালে ময়মনসিংহ শহরকে কেমন দেখতে চাই

ক্যাডেট শাহনাজ

ক্যাডেট নং-১৫৮০

একাদশ শ্রেণী

ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ

ভূমিকাঃ

"আকাশের যেমন তারা আছে, জীবনে তেমন সম্ভাবনা আছে

তবে তাকে জাগিয়ে তুলতে হবে"।

"আমার ময়মনসিংহ" তেমনি একটি সম্ভাবনাময় শহর যাকে আমি দেখেছি নতুন রূপে নতুন সাজে ২০৩১ সালে। যেখানে তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে নতুন নতুন তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য উদঘাটিত হচ্ছে; মানুষের জীবন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে গেছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানা কারণে দ্রুত বদলে যাওয়া ময়মনসিংহ শহরটিকে দেখার জন্য নিজের মনের ভেতর সেই ছোট কাল থেকে লালন করেছি বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং যখনই ময়মনসিংহ শব্দটি শুনি তখনই মনের ক্যানভাসের সেই অভূতপূর্ব উন্নয়নশীল ময়মনসিংহের ছবি ভেসে উঠে।

অবস্থানঃ ময়মনসিংহ জেলা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭০৭ সালে। এই জেলার সীমানা হচ্ছে উত্তরে ভারতের মেঘালয়, দক্ষিণে গাজীপুর, পূর্বে নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ এবং পশ্চিমে শেরপুর, জামালপর ও টাঙ্গাইল জেলা। এই জেলার মোট আয়তন ৪৩৬৩.৪০ বর্গ কিলোমিটার, জনসংখ্যা প্রায় ৪৪,৮৯,৭২৬ জন এবং জেলার ঘনত্ব ১০২১ জন প্রতি বর্গ কিলোমিটারে। সাক্ষারতার হার শতকরা ৩৯.১০ ভাগ। মোট গ্রাম ২৭০৯টি, ইউনিয়ন ১৪৬টি এবং উপজেলা ১২টি। পৌরসভা ১০টি। যথাক্রমে মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ সদর, ভালুকা, ফুলবাড়ীয়া, ফুলপুর, নান্দাইল, ত্রিশাল, গৌরিপুর, গফরগাঁও, ইশ্বরগঞ্জ। এই জেলায় নদ নদীর মধ্য উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র, বানাং, ধলেশ্বরী ও মুহুরি ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নজরুলের স্মৃতিময় ত্রিশালের দরিরামপুর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ, ময়মনসিংহ জিলা স্কুল, বিদ্যাময়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, আনন্দমোহন কলেজ, মুসলিম গার্লস হাইস্কুল, নাসিরাবাদ কলেজ, নাসিরাবাদ কলেজিয়েট হাইস্কুল, মুমিনুন্নিসা মহিলা কলেজ, মুকুল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, ঐতিহাসিক নিদর্শন স্থানগুলোর মাঝে আছে চকের বড় মসজিদ, প্রাচীন শিব মন্দির, ময়মনসিংহ জাদুঘর (মদন বাবুর বাড়ি), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কালেক্টরের বাসভবন, ঐতিহ্যবাহী সার্কিট হাউস, সার্কিট হাউস সংলগ্ন এ্যাংলিকান গীর্জা ঘর, ব্যাপটিস্ট গীর্জা, ময়মনসিংহ ক্যাথিড্রাল গীর্জা, সেন্ট প্যান্ট্রিক ক্যাথিড্রাল, মুসলিম ইনস্টিটিউট, ঐতিহ্যবাহী বিপিন পার্ক, জয়নুল আবেদীন সংগ্রহশালা, শশী লজ, হাসান মঞ্জিল, গৌরীপুর হাউজ ইত্যাদি।

২০৩১ সালের স্বপ্নময় ময়মনসিংহ শহর ঃ আমাদের বর্তমান বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছিলেন তিনি যদি ক্ষমতায় আসেন তা হলে তিনি ময়মনসিংহ শহরকে বিভাগ হিসেবে ঘোষণা দিবেন। উনি ক্ষমতায় আসেন নি তবে কি হয়েছে আমি চাই ময়মনসিংহ শহর ২০৩১ সালের আগ পার্যন্ত এতই উন্নত হবে যে, শহরের কাছে উন্নয়নশীল শহরের আদর্শ হিসেবে র্মাদা পায়। সারা বাংলাদেশ অবাক বিস্ময় তাকিয়ে থাকবে ময়মনসিংহ শহরের পানে। *২০৩১ সালে ময়মনসিংহ শহর ডিজিটাল ময়মনসিংহে রূপান্তরিত হবে। *সাক্ষরতার হার থাকবে ৮০ ভাগ। *যাতায়াত ব্যবস্থা এতই ভালো থাকবে যে, যানজটের ভেতর পরে এম্বুল্যান্সের ভেতরে কোন মাকে করতে হবে না সন্তান হারানোর বুকফাটা আর্তনাদ। *অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক বেশী সচ্ছল থাকবে এবং যার জন্য কোন মানুষকে না খেয়ে থাকতে হবে না, এমনি রাস্তার পাশে কোন ভিক্ষুক দেখা যাবে না। *দুর্নীতির কবলে পড়ে কেউ তার ন্যায্য অধিকার হারানোর ভয় পাবে না। *কোন ছাত্র রাজনীতির জন্য পড়াশুনা বাদ দিয়ে সন্ত্রাসীতে পরিণত হবে না। পাসের হার থাকবে ১০০%। *মেয়েরা স্বাধীনভাবে ঘুরাফেরা করবে, তাদের স্বীকার হতে হবে না কোন ইভটিজিং এর। বরং তারা ছেলেদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যাবে সামনের দিকে। *দ্রব্যমূল্য সবার নাগালের ভেতর থাকবে। *বিভিন্ন দেশ থেকে আমাদের ঐতিহাসিক স্থানগুলো দেখতে পর্যটক আসবে এবং সুনাম ছড়িয়ে পড়বে বিশ্বের সবপ্রান্তে, রাস্তা থাকবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং রাস্তার পাশে থাকবে অতন্ত্র প্রহরী হিসেবে সবুজ বৃক্ষ। *ছাত্ররা বইয়ের পোকা হয়ে শুধু সার্টিফিকেটের জন্য নয় বরং তারা আগ্রহ নিয়ে তাদের বুদ্ধি খাটিয়ে পড়াশোনা করবে। *পত্রিকায় দেখব নতুন নতুন অনেক জিনিসপত্র আবিষ্কার হয়েছে এবং সেটা হয়েছে আমার ময়মনসিংহের কিছু নতুন বিজ্ঞানী দ্বারা। তারা নোবেল পুরষ্কারে ভূষিত হবে। *ময়মনসিংহের গৌরবজ্জ্বল সংস্কৃতি, লোকসাহিত্য মর্যাদা পাবে বিশ্ব সাহিত্য দরবারে। *ব্রহ্মপুত্র নদীতে ভাসবে লঞ্চ, স্টীমার। *প্রত্যেক বাড়িতে থাকবে কম্পিউটার, ইন্টরনেট। *মুমিনুন্নেসা কলেজের সামনে যে মাঠটি আছে যেখানে ২০৩১ সালে দেখতে পাব বিশ্বকাপ ক্রিকেট হচ্ছে এবং বিভিন্ন দেশের মানুষে আমার শহর ভরে গিয়েছে। *** ছেলেমেয়েরা কোচিংয়ের জন্য ছুটাছুটি করবে না কারণ ২০৩১সালে স্কুল, কলেজের শিক্ষকরা সচেতন হয়ে যাবেন তারা তাঁদের ক্লাশেই প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান করবেন ফলে কোন কোচিংয়ের প্রয়োজন হবে না অর্থাৎ ২০৩১ সালে ময়মনসিংহে কোন কোচিং ব্যবস্থা থাকবে না।

বর্তমান প্রেক্ষাপট ঃ বর্তমানে শুধু ময়মনসিংহ না পুরো বাংলাদেশের অবস্থানই শোচনীয়। *সাক্ষরতার হার ৩৯.০১% ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনা বাদ দিয়ে রাজনীতি করছে এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করছে। যারা পড়াশুনা করছে তারা শুধু ভালো রেজাল্ট এবং সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য মুখস্ত করছে কিন্তু ভর্তি পরীক্ষায় মুখস্থ বিদ্যার জন্য কোথাও চান্স পাচ্ছে না। কোচিংয়ের ফাঁদে পড়ে মা-বাবা তাদের সন্তানের জন্য ঠিকই টাকা পয়সা খরচ করছে কিন্তু তাতে কান লাভ হচ্ছেনা বরং এক শ্রেণীর লোভাতুর মানূষ নামের অমানুষের আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হচেছ। *সরকারি হাসপাতাল গুলোতে বিনামূল্যে চিকিৎসার বিষয়টি খুবই দূর্লভ ঘটনা হয়ে দাড়িয়েছে। সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা বাহিরে তাদের নিজস্ব চেম্বার খুলে বসে আছে আনেক টাকা অর্জনের জন্য। এমনকি সরকারি হাসপাতালের ভেতর বলেও তারা রোগীদের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে। মাঝে মাঝেই

পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস করে পরীক্ষা নিচ্ছে। *বর্ষাকালে রাস্তার খারাপ অবস্থার জন্য পানি জমে দেড় থেকে দুই ঘন্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এমনও হয় শহরে পড়াশুনা করার জন্য গ্রাম থেকে রওনা দেয় কিন্ত খারাপ রাস্তা এবং যানজটের কারণে সঠিক সময়ে পৌছানো যাচ্ছে না এবং হয়তো বা পড়াশোনা না করে আবার বাড়ি ফিরতে হচ্ছে তাকে। ট্রাফিক নিয়মের কথা বলি, কারণ মাঝে মাঝেই দেখা যায় লাইসেন্স ছাড়াই গাড়ি চালকরা রাস্তায় চালাচ্ছে এবং ধরা পড়লে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে সাধারণ যাত্রীদের। *যোগাযোগ ব্যবস্থার খারাপ অবস্থার কারণে এক শ্রেণীর লোক ভুল সংবাদ দিয়ে সাধারণ জনগনকে বিভ্রান্তির মাঝে ফেলছে। *এই যাতায়াত এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার এত খারাপ অবস্থায় যেখানে যখন বাংলাদেশ সরকার রাস্তা মেরামত করার জন্য বাজেট প্রদান করছে ঠিক তখনই দেখা যায় একদল দুর্নীতিবাজ এবং রুইকাতলা প্রস্তুত হয় কিভাবে সেই টাকা আত্মসাৎ করা যায়। সবশেষে হয়তো বা দেখা যায় এক চতুর্থাংশ টাকা হয়তো বা লেগেছে সেই রাস্তা মেরামতের জন্য এবং যথারীতি কিছুদিন পর সেই রাস্তা আবার নষ্ট। সবচেয়ে মজার বিষয় এই যে, রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু হলে দেখা যায় কাজ শুরু হয়ে কোন ক্ষমতাসীন ব্যক্তির বাসার সামনের রাস্তা থেকে যেটা পূর্ব থেকেই ভালো ছিল অর্থাৎ "তেলের মাথায় তেল" এবং হয়তো সাধারণ মানুষের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে সবশেষে মেরামত করতে যায় সবচেয়ে খারাপ রাস্তাটি এখন প্রশ্ন হল যে, যারা এই রাস্তার দায়ত্বে থাকেন তারা কি ঠিকমত কদারকি করেন? আমার উত্তর না। কেননা তদারকি করলে কখনো এত সহজেই রাস্তা ভেঙ্গে যেত না এবং দূর্ঘটনার শিকার হতে হতো না কারও স্বজনদের।

দর্শনীয় এবং ঐতিহাসিক স্থানগুলোতে দেখা যায় যে, এগুলোর কোন সংস্কার তো নেই-ই বরং সেগুলো বিভাবে খারাপ করা যায় তার পরিকল্পনা চলে। তার একটি জলন্ত উদাহরণ হচ্ছে ময়মনসিংহের জয়নুল আবেদীন সংগ্রহশালা পাশে ব্রক্ষপুত্র নদী, সামনে পার্ক। পার্কের সাথে ফ্রি হচ্ছে চটপটি, ঝালমুড়ি এবং ফুচকার দোকান। ময়লা এবং আবর্জনা ফেলার স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয় জয়নুল আবেদীন সংগ্রহশালার আশপাশ। যার জন্য এই সংগ্রহশালার আশপাশ নোংরা এবং দূষিত হয়ে যাচ্ছে। বাইরে থেকে যখন হঠাৎ করে কেউ এই সংগ্রহশালা দেখতে আসে তখন প্রথম দর্শনেই তাদের কাছে এই দর্শনীয় স্থানের ইমেজ নষ্ট হয়ে যায় এবং দ্বিতীয়বার আসার জন্য এতটা আগ্রহ দেখায় না। এত আমাদের অর্থনীতির অবস্থা কোনভাবে উপকৃত হতে পারছে না। বর্তমানে ময়মনসিংহ শহরের রাস্তাগুলোর এতই খারাপ অবস্থা যে রাস্তা দিয়ে চলাচল করা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। এই খারাপ হওয়ার পেছনে অবদান রাখছে রাস্তার পাশের দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা আবর্জনা এবং গাড়ীর কালো ধোয়া। অপরদিকে রাস্তার পাশের ফ্ল্যাট বাড়িগুলোর পরিত্যক্ত পানির সংযোগস্থল হচ্ছে রাস্তর পাশের ড্রেনগুলো এবং এগুলো ঠিকমতো পরিষ্কার হয় না। বর্ষাকালে একটু বৃষ্টি পড়লে রাস্তা ডোবা-নালার মতো রূপ নেয়।

বর্তমানে দ্রব্যমূল্যের দাম আকাশ ছোয়া। দরিদ্র এবং শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে এই আকাশ ছোয়া দামে প্রয়েজনীয় জিনিসপত্র কেনা সম্ভবপর হয়ে দাড়ায় না এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মানূষ তাদের প্রয়োজন মেটানো জিনিসপত্র কিনতে বিভিন্ন ধরনের খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়ছে। সবচেয়ে করুন অবস্থা হচ্ছে

মূল্যবোধের। বর্তমানে মূল্যবোধের অবক্ষয় এতই বেশি হচ্ছে যে বড় এবং ছোটদের মাঝখানে কোন শ্রদ্ধাবোধ এবং ভালোবাসা নেই। *ময়মনসিংহে মাঝে মাঝেই দেখা যায় এমনকি দশ বছরের নিচের ছেলেরা পর্যন্ত সিগারেট খাচ্ছে আর কলেজের ছাত্রদের জন্য সিগারেট খাওয়া ফ্যাশন হয়ে দাড়িয়েছে। তারা মনে করে সিগারেট না খেলে তাদের বড় হওয়াটা প্রকাশ পাবে না। *অপরদিকে মোবাইল ফোন বর্তমান জগতে একটি বিরক্তিকর জিনিসে পরিণত হয়েছে। কেননা মোবাইল ফোন কম দাম হওয়ায় এখন সর্বস্তরের মানুষের কাছেই মোবাইল পাওয়া যায়। মোবাইল ফোন থাকা ভালো কিন্তু সেটার অপব্যবহার করা উচিত নয় এবং সেই অপব্যবহারই হচ্ছে বেশি। ***আইন ব্যবস্থার এতই অবনতি হয়েছে যে একজন লোক মেরে ফেললেও হয়তো বা তাকে কারাগারে পর্যন্ত যেতে হয় না- আর যদি যেতে হয় সেটা হয়তো বা কয়েক ঘন্টার জন্য। কারণ হচ্ছে হয়তো বা সে ক্ষমতাসীন দলের একজন নয়তো বা তার অনেক টাকা পয়সা আছে। আর যেখানে টাকা আছে সেখানে পুলিশের ক্ষমতা নিঃসন্দেহে বিক্রি হয়ে যায়। এটা হচ্ছে মানুষ মেরে ফেলার ক্ষেত্রে তাহলে ইভটিজিং এর ক্ষেত্রে কি হয়? বাংলাদেশ সরকার ইভটিজিংয়ের জন্য আইন প্রণয়ন করেছেন কিন্ত যেখানে মানুষ মেরে ফেলে কোন শাস্তি পায় না সেখানে যারা ইভটিজিং করে তারা কি শাস্তি পায়? *বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে যুবসমাজ খারাপ জিনিসের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং আমাদের সামাজিক ব্যবস্থায় দুর্দশা দেখা দিচ্ছে।

সবশেষে ময়মনসিংহের লোকসাহিত্যের কথা না বললেই নয়। কারণ ময়মনসিংহের যে ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প তা এখন না থাকার মতো যেহেতু নতুন প্রজন্মের কাছে এটা রূপকথার মতো। দীনেশচন্দ্র সেন প্রচুর পরিশ্রম করে "মৈমনসিংহ গীতিকা" লিখেছিলেন আমাদের লোকসাহিত্য, লোকগীতি সংরক্ষণ করার জন্য কিন্ত আমরা নতুন প্রজন্মের ক'জন বলতে পারব এই বইটি সম্পর্কে? হয়তো বা কেউ না অর্থাৎ আমরা আমাদের লোকসাহিত্যের আমাদের ঐতিহ্যের কোন হদিস রাখি না এবং আমাদেরকে জনানো হয় না। মুক্তাগাছার রাজবাড়ী, শশীলজের মতো ঐতিহাসিক স্থান অযত্নে পড়ে আছে। এগুলো যদি সংস্কার করা হত তাহলে কি এগুলো অত্যন্ত মূল্যবা ও দর্শনীয় হয়ে দাঁড়াত না? কিন্তু ২০৩১ সালে আমার ময়মনসিংহ হবে সম্পূর্ন নতুন একটি শহর যেখানে উপরের খারাপ দিকগুলো বিলীন হয়ে যাবে এবং সারা বিশ্বের মানুষ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে ময়মনসিংহের পানে।

<u>২০৩১ সালে কাঙ্খিত ময়মনসিংহ দেখার জন্য গৃহীত পদক্ষেপঃ</u>

"চাইবে না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন

হেরিব না দিক

গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বির্তক বিচার

উদ্দাম পথিক

উদ্দাম পথিকের মতই"

আমার চিন্তাভাবনা তাইতো হারতে রাজি নই এবং নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গুলো বাস্তবায়ন করলে অবশ্যই ২০৩১ সালে আমি আমার ময়মনসিংহ শহরটিকে যেমন দেখতে চাই তেমনি দেখতে পাব।

(১) শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি ঃ

"সমাজের কল্যানে মানুষ নামক ব্যক্তিটির ব্যক্তিত্ব যে উপায়ে

সম্যকরূপে বিকশিত হয় তাহার নামই শিক্ষা,"

-বনফুল

কাঙ্খিত শহর পেতে হলে অবশ্যই শিক্ষার মান বাড়াতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সর্তক থাকতে হবে যেন

* শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুকুল পরিবেশ গড়ে উঠে।

* ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে ছাত্র/ছাত্রীরা যেন ঘোরাঘুরি না করে।

* শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

* ময়মনসিংহ শহরে ভর্তি কোচিং বাদে অন্য কোন কোচিং থাকা চলবে না।

* বেছে বেছে না বরং সমস্ত বই পড়ার দিকে প্রাধান্য দিতে হবে।

(২) লোকশিল্পের গুরুত্ব ঃ

একটি সংস্থার মাধ্যমে লোকশিল্প এবং লোকসাহিত্যের সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি বছর নতুন প্রজন্মকে ময়মনসিংহের ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প এবং লোকসাহিত্যের কথা জানিয়ে দিতে বিশেষ একটি দিন উদযাপন করতে হবে। প্রত্যেকটি স্যাটেলাইট চ্যানেলে এটি প্রচারিত হবে এবং এই অনুষ্ঠান যে হবে তা প্রচার করতে হবে।

(৩) যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ট্রাফিক আইন প্রণয়ন করতে হবে। উন্নত যানবাহন চালু করতে হবে। জীবনকে গতিশীল ও স্বচ্ছল করার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই।

(৪) তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ঃ

বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটাতে হবে। জীবন যাত্রার প্রতিটি মাধ্যমে প্রযুক্তি যুক্ত করতে হবে। প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে, প্রযুক্তির দ্বারা তৈরি

নানা রকম পণ্যদ্রব্য ভোগ করে, আর নানা কলাকৌশল ব্যবহার করে আমাদেরকে আরো আধুনিক হয়ে উঠতে হবে।

(৫) মোবাইল এবং ইন্টারনেট ব্যবহার ঃ

মোবাইল এবং ইন্টারনেটের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। মোবাইল ব্যবহার করা উপযোগী বা এর আসল কাজ বুঝে না উঠা পর্যন্ত কোন বাবা মা তাদের সন্তানকে মোবাইল ফোন দিবে না এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করতে হবে। ফেস বুকে বসে তরুণ সমাজ যেন অযথা সময় নষ্ট না করে সেদিকে নজর রাখতে হবে।

(৬) পর্যটন শিল্প ঃ

ময়মনসিংহের ঐতিহ্যবাহী জায়গাগুলোকে পর্যটন শিল্পের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে যেন এতে শহরের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হয়।

(৭) জনসংখ্যা ঃ কথায় আছে,

"বাঙ্গলার অতিশয় প্রজাবৃদ্ধিই বাঙ্গলার প্রজার অবনতির কারণ"

অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধিই কোন শহরকে অবনতির দিকে ঢেলে দেওয়ার জন্য অন্যতম দায়িত্ব পালন করে। এই শহরে অধিক জনসংখ্যা হয়ে গেলেও এখন তো আর কমিয়ে ফেলা যাবে না। তাই এই বাড়তি জনসংখ্যাকে ভালোাভাবে কাজে লাগাতে হবে। এবং এখন থেকেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আমাদের হৃদয়ে ধারণ করতে হবে এইশ্লোগান-

" ছেলে হোক, মেয়ে হোক, দুটি সন্তানই যথেষ্ট

দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভালো হয়"

(৮) বইমেলা ঃ

বিপুল এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।

বিশ্বের বিশাল আয়োজন মন মোর জুড়ে থাকে

অতি ক্ষুদ্র তারই এক কোন।

সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমন বৃত্তান্ত আছে যাহে

অক্ষয় উৎসাহে।

রবীন্দ্রনাথ।

তাই নতুন প্রজন্মের জন্য "একুশে বইমেল"র মত ময়মনসিংহে ও বইমেলার আয়োজন করতে হবে।

(৯) দারিদ্র বিমোচন ঃ

দারিদ্রতা সব সমস্যার মূল। তাই দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে আমাদের জনসংখ্যাকে কাজে লাগাতে হবে বহুমুখী পরিকল্পনা দিয়ে। সাধারণ মানুষের মাঝে ঢুকাতে হবে যে, তারা যাই করুক না কেন সঠি উপায়ে এবং সতর্কতার সাথে করবে, তাহলেই উন্নতি হবে।

(১০) নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ণ ঃ

"বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর/

অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।"

তাই তো ময়মনসিংহ শহরের সামগ্রিক উন্নতির জন্য নারী শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে, বৈষম্য দূর করতে হবে, নারীর ক্ষমতার বৃদ্ধি করতে হবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুবিধা দিতে হবে, সব সেক্টরে কাজ করার সুযোগ সুবিধা দিতে হবে এবং বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে নারীদের পানে।

(১১) অর্থনীতি ঃ

অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য যারা প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকবেন তাদেরকে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করে ধীরে এগুতে হবে। খুব নিখুঁত ভাবে চিন্তা করতে হবে। এবং সাধারণ মানুষকে এমনভাবে কাজে লাগতে হবে যেন তাদের প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ স্থানে থেকে অর্থ উপার্জন করতে পারে এবং পাশাপাশি ময়মনসিংহ অঞ্চলের মানুষের উৎপন্ন দ্রব্য যে দেশের প্রতিটি জায়গায় যেতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

(১২) রাজনীতি ঃ

"রাজনীতি" শব্দটি শুধুমাত্র প্রযোজ্য থাকবে ২৫ বছরের উর্দ্ধের মানুষের জন্য। ছাত্র রাজনীতি বলতে ময়মনসিংহে কোন শব্দ থাকবে না। রাজনীতি হবে দেশ এবং দেশের সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য। প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেত্রীর মাঝে কোন দ্বন্দ্ব থাকবে না। তারা সবসময় ব্যস্ত থাকবে দেশের উন্নতির জন্য। আর আমাদের ময়মনসিংহ দুই দলের নেতারা ব্যস্ত থাকবে ময়মনসিংহ শহরকে সবচেয়ে উন্নত শহরে পরিণত করার জন্য।

(১৩) আইন প্রণয়ন ঃ

ময়মনসিংহ শহরে কঠোর আইন প্রণয়ন করতে হবে। আইনের ভেতরে কোন ফাঁকিঝুকি থাকবে না। প্রত্যেক স্তরের মানুষ তাদের ন্যায্য বিচার পাবে। আইনের ভেতর থাকবে না কোন ক্ষমতাসীন দল এবং রুই কাতলাদের প্রভাব।

(১৪) মাদকাশক্তির প্রভাব ঃ

বর্তমানে মাদক দ্রব্যের প্রভাব এতই বেড়ে গিয়েছে যে বর্তমান যুবসামাজ হারিয়ে যাচ্ছে মাদক দ্রব্যের ভিড়ে। ময়মনসিংহ শহরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে যুবসমাজকে অবশ্যই মাদকাসক্ত হতে দেওয়া যাবে না।

(১৫) পরিবেশ দূষণ ঃ

পরিবেশ দূষিত যেন না হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। রাস্তায় রাস্তায় ডাস্টবিনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এবং ডাস্টবিন সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করা যাবে না। পৌরসভার নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে সতর্ক থাকতে হবে যাতে প্রতিদিন সব রাস্তা পরিষ্কার করা হয় এবং কিছুদিন পরপর যেন রাস্তার পাশের ড্রেন গুলো পরিষ্কার করা হয়। রাস্তার পাশে এবং ফাঁকা জায়গাগুলোতে অবশ্যই গাছ লাগাতে হবে।

(১৬) সাংবাদিকদের স্বাধীনতা

সবশেষে অবশ্যই সাংবাদিকদের সব ধরনের স্বাধীনতা থাকতে হবে। যেন তারা আমাদের ভুল এবং সঠিক কাজগুলো ধরিয়ে দিতে পারে কঠোর সমালোচনার মাধ্যমে।

উপসংহারঃ

এখন ২০১২ সাল। আমি স্বপ্ন দেখছি ২০৩১ সালের ডিজিটাল ময়মনসিং শহরের। আমার চোখের সামনে ভাসছে ২০৩১ সালের সেই দিন যখন চারদিকে সুনাম ছড়িয়ে পড়বে ময়মনসিংহ শহরের। ময়মনসিংহ শহর তখন থাকবে বিভাগ হিসেবে। আমার অহংকারে মাথা উচুঁ হয়ে যাবে। কিন্ত সেই দিনের জন্য তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে আমাকে এখন থেকেই দৃঢ় মনোবল নিয়ে কাজ করে যেতে হবে এাবং আমার শহরকে শুধু দেশ নয় বিশ্বের মানচিত্রে তুলে ধরতে হবে।

------o------